ভারতীয় জনতা পার্টি
কেন্দ্রীয় অফিস)
১১ অশোক রোড, নয়া দিল্লি ১১০০০১
ফোন-- ০১১-২৩০৭০৫৭৭০, ফ্যাক্স--০১১-২৩০০৫৭৮৭

বি জে পি সভাপতি শ্রী রাজনাথ সিংহের চেন্নাই-তে ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩-তে দেওয়া সংবাদ বিবৃতি

ইউ পি এ-র কূটনীতি সম্পূর্ন বিপর্যস্ত

কুটনৈতিক ও কৌশলগত ক্ষেত্রে ইউ পি এ-র ট্র্যাক রেকর্ড শুধু খারাপই নয়, একেবারে পারম্পর্যহীন ও অসঙ্গতিপুর্ন। গত আট বছর বা তার বেশি সময় ধরে আমাদের সব প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। এর প্রধান কারণ হল ইচ্ছাশক্তির অভাব ও সিদ্ধান্ত রূপায়নে অক্ষমতা।

একদিকে আছে পাকিস্তান, যাঁরা সমানে ভারত-বিরোধী নীতি নিয়ে চলছে, অন্যদিকে চীন, যারা ভারতকে চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে। পাকিস্তান চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতবিরোধী নীতি নিয়ে চলেছে, যা আমাদের কৌশলগত স্বার্থের বিরোধী। সম্প্রতি পাকিস্তান গ্বাদার বন্দর পরিচালনার নিয়ন্ত্রণ চীন-কে দিয়ে দিয়েছে। ফলে চীন আরব সাগরের কাছে পা রাখতে পারছে। শ্রীলঙ্কা এমনিতে চিরাচরিতভাবে বন্ধু প্রতিবেশী দেশ, কিন্তু তারাও চীনের সঙ্গে কৌশলগত বন্ধুত্বের চুক্তি করে হামবানটোটা বন্দরে চীনকে আসতে দেওয়া নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে।

ভারতের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ইতিহাস খুবই কৌতুহলকর। ইউ পি এ সরকার তামিল প্রশ্নে প্রচুর সমঝোতা করেছে, এমনকি যুদ্ধকালীন অপরাধ নিয়ে আন্তর্জাতিক চাপের মোকাবিলা করার ব্যাপারেও তারা শ্রীলঙ্কাকে সাহায্য করেছে। শ্রীলঙ্কা একটা বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী তৈরী করেছে এল এল আর সি (লেসন লার্নড ও রেকন সিলিয়েসন কমিসন), যারা সেনার বাড়াবাড়ি নিয়ে তদন্ত করবে ও প্রস্তাব দেবে। এল এল আর সি দু বছর আগে রিপোর্ট দিয়েছে, কিন্তু তারপর আজ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি।

সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধন করে শ্রীলঙ্কা সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তামিল এলাকায় ক্ষমতায়ন করা হবে। ইউ পি এ সরকার এই সংশোধনের ওপর অনেক আশা করে বসেছিল, যা সকলকে অন্তর্ভুক্ত করার রাজনীতির কথা বলেছিল ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাড়াবার কথা বলেছিল। কিন্তু শ্রীলঙ্কা সরকার এখন এই ধরনের প্রতিশ্রুতি পালন করার কথা অস্বীকার করছে। বি জে পি চায়, প্রধানমন্ত্রী কুটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কার কাছে তামিলদের ত্রান, পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গ তুলুন□

ইউ পি এ সরকারকে তামিলনাড়ুর মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তার কথাও শ্রীলঙ্কা সরকারের কাছে তুলতে হবে, এরা পক প্রণালীতে মাছ ধরে জীবীকা চালান। এই মৎসজীবীরা বারবার হয়রানির শিকার হচ্ছেন।গত কয়েক বছরে তাঁরা শ্রীলঙ্কার সেনার গুলিতে মারাও গিয়েছেন। ইউ পি এ সরকারকে এই মৎস্যজীবীদের নিরাপূত্তা নিশ্চিত করতে শ্রীলঙ্কা সরকারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

কাবেরী জল বিবাদের প্রসঙ্গ

কাবেরী জল বিবাদের প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট ঠিক করেছে, আগামী ২০ ফেব্রুয়ারী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা হবে। আমাদের দেশে জল হলো খুব স্পর্শকাতর ও রাজনৈতিক বিষয়। ইউ পি এ সরকারকে খুব সাবধানে এগোতে হবে। কারণ, এর সিদ্ধান্তের ওপর কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নির্ভর করছে। কাবেরী নিয়ে চূড়ান্ত রায়ের আগে প্রধানমন্ত্রীর উচিত তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় বসা ও মতৈক্যের চেষ্টা করা।

গত ২০০৭-এর ৫ ফেব্রুয়ারী কাবেরী জল বিরোধ ট্রাইবুনাল তাঁদের নির্দেশ দিয়েছিল। তারপর ৬ বছর কেটে গেছে। এই সমস্যার ওপর প্রস্তাব সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দিয়ে বর্তমান সরকারের বিচার করা উচিত।

ভারতে 'সংস্কৃতিক অসহিষ্ণুতা'র বৃদ্ধি

সম্প্রতি কিছু সংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে, তা বি জে পি-র কাছে চিন্তার বিষয়। নতুন সম্ভাবনা ও নতুন চিন্তার জায়গা দেওয়া হচ্ছে না, এর ফলে ভারত অসহিষ্ণু সমাজে পরিনত হবে।

সিনেমা, গান, বই ও অন্য রচনাত্মকভবে জনগনের কাছে যাওয়াটা বিকল্প ধারনাকে উৎসাহিত করে এবং এই ধারণাগুলি বিকশিত হওয়া দরকার। যাঁরা এই ধারণার বিরোধী তাঁরা তাঁদের প্রতিবাদ জানাতেই পারেন, কিন্তু তাই বলে ব্ল্যাকমেল করা, হিংসা, গুন্ডামি করার কোনো অধিকার কারো নেই।

সংবিধানে যে মতপ্রকাশের অধিকার দেওয়া আছে, তা চূড়ান্ত নয়, তার সঙ্গে একটা দায়িত্বও থাকে। সামাজিক অভিন্নতাটা জরুরি। কারো মনোভাবে ইচ্ছা করে আঘাত করাটাও উচিত নয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সমাজের একেবারে প্রান্তিক কিছু গোষ্ঠী এর ফায়দা তুলছে। ফলে দেশের শিল্প ও সংস্কৃতি নিয়ে কোনো ঠিকঠাক বিতর্ক হচ্ছে না।

সংস্কৃতিক বিষয়ে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা নিয়ে একটা গণবিতর্ক হওয়া দরকার। হাজার বছর ধরে শিল্প, সংস্কৃতি, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজ হল সহিষ্ণু সমাজ। সেই প্রগতিশীল এবং ঐতিহ্যগত অবস্থা আবার ফিরিয়ে আনা দরকার।

(ও পি কহলি)

সদরদফতর প্রমুখ